বাংলা ছোটোগল্প বিশ্লেষণের গভীরে

অধ্যাপক অলোক রায়

Bangla Chologalpo : Bishlesoner Gobhire
By : Aloke Roy
Published by Ashapurna Prakashani
72A, Sitaram Ghosh Street, Kolkata-9

© প্রকাশক

ISBN : 978-93-95424-01-1

প্রথম মুদ্রণ □ জুন, ২০২২

পরিবেশক

এস. এস. পাবলিকেশান
৫বি, কলেজ রো, কলকাতা-৯

শ্রীমতী শুক্লা সরকার, আশাপূর্ণা প্রকাশনী, ৭২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। এম.পি.আর প্রিন্টার্স ৯এ, ক্ষেত্রঢোল লেন, কলকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : পার্থ সাহা

মূল্য : ৩৫০ মাত্র।

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

- রবীন্দ্রনাথের 'দূরাশা': সিপাহীবিদ্রোহকালে প্রেমের গল্প—বাসব দাস ৯
- 'ত্যাগ' : সমাজ ভাবনায় ও শিল্পরূপত্বের আঙ্গিকে—গৌতম বড়ুয়া ১৫
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্প 'বিচারক' : বিশ্লেষণমূলক আলোচনা —অনিলকুমার দাস ২১
- 'যে জন আছে মাঝখানে' : রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী'—একটি ব্যক্তিগত পাঠ —শর্মিলা ঘোষ ২৮
- 'ক্ষুধিত পাষাণ' : লৌকিক-অলৌকিক, চেতন-অবচেতন, ইতিহাস ও সমকালের অন্তর্বর্তী ভাষ্য—নবমিতা সান্যাল ৩৮
- 'হৈমন্তী' : গভীর সমাজ-অভিজ্ঞতার ফসল না উদ্দেশ্যমূলক রচনা —শ্রী বিলাসকুমার মণ্ডল ৪৬

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

- 'দেবী' গল্পে মানবীর দেবীত্বে উত্তরণ এবং তার পরিণতি—শচীন্দ্রনাথ বালা ৫০
- মানুষ-হাতিকেন্দ্রিক বর্তমান সমস্যার নিরিখে 'আদরিণী' গল্পের পুনঃপাঠ —বিপ্লব চক্রবর্তী ৫৮
- 'বলবান জামাতা' : হাসির ওই ঝর্ণাতলায়—দীপক সাহা ৬৯
- 'রসময়ীর রসিকতা' : দাম্পত্য জীবনে হাস্যরসের অভ্যন্তরে বেদনার অশ্রুজল —অলোক রায় ৭৬
- 'কাশীবাসিনী' : মায়ের অপত্য স্নেহ—সুজন সাহা ৮৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' : প্রাগৈতিহাসিক জীবনের প্রতিফলন —মৌসুমী পাল ৯৩
- 'হারাণের নাতজামাই' : রসগ্রাহী আলোচনা—চিত্রা সরকার ৯৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' : বিচার ও বিশ্লেষণ—সদানন্দ বেরা ১০৩
- 'নারী ও নাগিনী' : অধিকারের টানাপোড়েন—মহাশ্বেতা রায় ১২১

রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা': সিপাহি বিদ্রোহকালে প্রেমের গল্প

বাসব দাস

১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা শাসকের রাজদণ্ড অধিকারের লড়াইয়ে সরাসরি প্রবেশ করে। মুসলমান ও ইংরেজ শাসক উভয়েই ছিল বহিরাগত। কিন্তু মুসলমান শাসকরা এদেশে থেকে শাসনকার্য চালাতে তৎপর হয়েছিল। তারা এদেশে বিবাহাদি করে এদেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। ফলে প্রায় ছয়শো বছর পরও মুসলমান শাসকদের 'শত্রু' বলে মনে করেনি এদেশের জনগণ। অন্যদিকে ইংরেজরা এদেশে এসেছিল মূলত ব্যবসা করতে। ফলে শাসনের আড়ালে ভারতকে শোষণ করেছিল তারা। ভারতীয়রা বুঝতে পেরেছিল যে রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে শুরু করে রেলপথ নির্মাণ সবই ছিল ভারত থেকে কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পৌঁছানো এবং এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহজে পৌঁছে যাবার কৌশল। মুসলিম শাসকরা কখনো বলপূর্বক আবার কখনো বিবাহসূত্রে ধর্মান্তরীকরণ শুরু করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের ওপর আঘাত সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি। তারা অপেক্ষায় ছিল এমন একটি সময়ের জন্য যখন মানুষের ক্ষোভ একত্রিত হয়ে আঘাত হানবে ইংরেজ সরকারের ওপর। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল একশো বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সেই মুক্তি সূর্য উদিত হবে।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই। ১৮২৫ খ্রিঃ প্রায় ৪৫০ জন বিক্ষুব্ধ সেনাকে হত্যা করা হয়েছিল। তবুও সেনা বিক্ষোভ থামেনি। চাকরিক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য থেকে শুরু করে পদোন্নতি—বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিক্ষোভ তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গো-শূকর চর্বিমিশ্রিত টোটা কাহিনি। এসবের মিশ্রিত বিক্ষোভ হলো ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ। তবে প্রাদেশিক শাসকদের স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং কৃষকদের প্রতি বঞ্চনা এই বিদ্রোহকে জাতীয় রূপ দিয়েছিল। বিদ্রোহের ব্যাপ্তি মাত্র এক বছর হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বর্তমান সময়েও সিপাহি বিদ্রোহকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হচ্ছে। ফলে বোঝা যায় এই বিদ্রোহ কীভাবে মানুষকে বিচলিত করেছিল এবং মানুষ আজও এই বিদ্রোহ সম্পর্কে চিন্তা করে।

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র 'দুরাশা' গল্পে সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়। শাসকের রক্তচক্ষুর ভয়ে বা বিকৃত ইতিহাস প্রচারের জন্য হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম